বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

সহকারী পরিচালক এবং সহ. বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তার কার্যালয়

ভোলা নদী বন্দর, ভোলা।

"২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য ঘাট/পয়েন্ট সমূহের ইজারা নবায়নের বিজ্ঞপ্তি"

এত দ্বারা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইজারাদারগনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বৈশ্বিক মহামারী কভিড-১৯ এর কারণে দেশের স্বাভাবিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা বিরাজমান থাকায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের ভোলা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন ঘাট/পয়েন্ট সমূহ বিগত বছরের ন্যায় উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে ইজারা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ায় এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইজারাদারদের আর্থিক ক্ষতির দিকটি বিবেচনায় নিয়ে বিআইডব্লিউটিএ'র নিয়ন্ত্রনাধীন ঘাট/পয়েন্ট সমূহ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য কর্তৃপক্ষের ইজারা প্রদান পদ্ধতির ৪(১) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান দপ্তরের স্মারক নং-১৮.১১.০০০০.০৬৩.২০.০০২.২০(ই.সা.)/১৫২৫, তারিখ-২০.০৫২০২০ মোতাবেক **"নবায়নের"** মাধ্যমে নির্ধারিত প্রাক্কলিত মূল্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইজারাদারের অনুকূলে ইজারার মেয়াদ বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত মূল্যে **"নবায়নের"** মাধ্যমে ঘাট/পয়েন্ট স্টেশন ইজারা গ্রহনে আগ্রহী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইজারাদারগনকে আগামী **১১.০৬.২০২০ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীণ সময়ে** নিম্নোক্তো কাগজপত্রাদি এবং পে-অর্ডারসহ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর আবেদন করতে হবে:

(ক) আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ঘাট/পয়েন্ট সমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ইজারাদার হতে হবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট ঘাট/পয়েন্টের বিপরীতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সমুদয় ইজারামূল্য, আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধ করা থাকতে হবে;

(গ) আবেদনের সাথে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কার্যাদেশের সত্যায়িত ফটোকফি সংযুক্ত করতে হবে;

(ঘ) আবেদনকারীর ৩ কপি সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে;

(ঙ) যে কোন তফসিলি ব্যাংক হতে স্বচ্ছলতার সনদ সংযুক্ত করতে হবে;

(চ) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কফি সংযুক্ত করতে হবে। কোন কারনে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ/পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকফি সংযুক্ত করতে হবে;

(ছ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কাউন্সিলর/সরকারী ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ সংযুক্ত করতে হবে;

(জ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত মূল্যকে ইজারামূল্য হিসেব করে উক্ত ইজারামূল্যের ২৫% আর্নেস্ট মানি, ১৫% ভ্যাট এবং ৫% আয়কর যে কোন তফসিলি ব্যাংক থেকে আলাদা আলাদা পে-অর্ডার আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। পে-অর্ডারে শুধুমাত্র বিআইডব্লিউটিএ'র নাম উল্লেখ করতে হবে;

২। উল্লেখ্য যে, নবায়নের প্রাপ্ত আবেদন গৃহীত হওয়ার পর আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন প্রত্যাহার করা যাবে না। এক্ষেত্রে আবেদনকারী কর্তৃক ঘাট/পয়েন্ট স্টেশন ইজারা গ্রহনে অনীহা প্রকাশ করলে আবেদনপত্রের সাথে জমাকৃত আর্নেস্টমানির অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৩। এছাড়া ঘাট/পয়েন্ট স্টেশনের ইজারা সম্মতিপত্র/নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ইজারাদার কর্তৃক প্রকৃত ইজারা মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ (আবেদনপত্রের সাথে জমাকৃত ২৫% আর্নেস্টমানির সাথে সমন্বয় করে) এককালীন সংশ্লিষ্ট বন্দর দপ্তরে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ পরিশোধ ব্যর্থ হলে আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

৪। নির্ধারিত তারিখের পর কোন আবেদন পত্র গ্রহন করা হবে না এবং অসম্পূর্ণ আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

৫। তথ্য গোপন করে আবেদন করলে তা বিবেচনা করা হবে না।

৬। কোন ঘাট/পয়েন্ট স্টেশনের বিপরীতে আবেদনকারীর আবেদনের সাথে চাহিত সকল তথ্যাদি সঠিকভাবে সংযুক্ত না করলে কর্তৃপক্ষ যুক্তিযুক্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের এখতিয়ার সংরক্ষণ করে। এ বিষয়ে কারও কোন প্রকার ওজর/আপত্তি গ্রহনযোগ্য হবে না।

৭। কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোন আবেদন বা সকল আবেদন বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

পরবর্তী পৃষ্ঠা-০২

৮। মামলায় পরিচালিত ঘাট/পয়েন্টের ইজারাদারগন নবায়নের আবেদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঘাট/পয়েন্টের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ইজারা গ্রহন করতে পারবেন। তবে এ সকল ঘাট/পয়েন্টের ইজারাদারদেরকে মামলা/মামলাসমূহ প্রত্যাহার করা হবে মর্মে নবায়নের আবেদনের সাথে অঙ্গীকারনামা সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত ঘাট/পয়েন্টের বিপরীতে ইজারা সম্মতিপত্র/নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদানের পূর্বেই মামলা নিস্পত্তির মূল সার্টিফাইড কফি পরিচালক (বওপ) মহোদয় বরাবর জমা প্রদান করতে হবে। ব্যার্থতায় ইজারা সম্মতিপত্র বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

৯। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত মূল্যসহ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর ও পরিবহন বিভাগের ঢাকাস্থ বন্দর শাখা এবং সংশ্লিষ্ট বন্দরের বন্দর নিয়ন্ত্রন কর্মকর্তার দপ্তর হতে অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে।

ছক: ভোলা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রনাধীন ঘাট/পয়েন্ট সমূহের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত মূল্য:

ক্রঃ নং	ঘাট/পয়েন্টের নাম	ঘাট/পয়েন্টের প্রাক্কলিত মূল্য (টাকায়)	ক্রঃ নং	ঘাট/পয়েন্টের নাম	ঘাট/পয়েন্টের প্রাক্কলিত মূল্য (টাকায়)
১	কাসেম মিয়ার বাজার লঞ্চঘাট	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)	১৫	বেতুয়া লঞ্চঘাট	১২,০০,০০০/- (বার লক্ষ টাকা)
২	ভেলুমিয়া বিশ্বরোডের মাথা(চতলা) লঞ্চঘাট	৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ টাকা)	১৬	ধলীগৌরনগর লঞ্চঘাট	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ টাকা)
৩	মাষ্টারহাট লঞ্চঘাট	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা)	১৭	বকশীরচর লঞ্চঘাট	১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার টাকা)
৪	ইলিশা লঞ্চঘাট	১,২০,০০,০০০/- (এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা)	১৮	গাইমারা লঞ্চটঘাট	৫০,০০০/- (পঁঞ্চাশ হাজার টাকা)
৫	ভোলা লঞ্চঘাট লেবার হ্যান্ডলিং	২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ টাকা)	১৯	কচুয়াখালী লঞ্চঘাট	৬০,০০০/- (ষাট হাজার টাকা)
৬	ভেদুরিয়া লঞ্চঘাট	১১,০০,০০০/- (এগার লক্ষ টাকা)	২০	দেবীরচর লঞ্চঘাট	৬০,০০০/- (ষাট হাজার টাকা)
৭	ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট	১১,০০,০০০/- (এগার লক্ষ টাকা)	২১	মনপুরা ল্যান্ডিং স্টেশন	৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ টাকা)
৮	ভবানীপুর(দৌলতখান) শহীদ সিপাহী বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল লঞ্চঘাট	৩৭,০০,০০০/- (সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা)	২২	রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ টাকা)
৯	মির্জাকালু (হাকিমুদ্দিন) লঞ্চঘাট	১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ টাকা)	২৩	ইলিশা ফেরী টার্মিনাল চার্জ আদায়কেন্দ্র	২২,০০,০০০/- (বাইশ লক্ষ টাকা)
১০	নাজিরপুর(লালমোহন) লঞ্চঘাট	৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ টাকা)	২৪	ভেদুরিয়া ফেরী টার্মিনাল চার্জ আদায়কেন্দ্র	২৬,০০,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ টাকা)
১১	চরকলমী লঞ্চঘাট	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)	২৫	লেতরা লঞ্চঘাট	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)
১২	তজুমুদ্দিন সী-ট্রাক ঘাট	১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ টাকা)	২৬	ইলিশা গাজীপুর (কালুপুর) বিশ্বরোডের মাথা লঞ্চঘাট	১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ টাকা)
১৩	তজুমুদ্দিন লঞ্চঘাট	৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ টাকা)	২৭	লালমোহন লঞ্চঘাট	৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা)
১৪	গজারিয়া খালপাড় লঞ্চঘাট	৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ টাকা)			

(মো. কামরুজ্জামান)
সহকারী পরিচালক
সহকারী বন্দর ও পরিবহন কর্মকর্তা
বিআইডব্লিউটিএ, ভোলা নদী বন্দর, ভোলা।